ঈদের সালাত এর তাকবীর সংখ্যা ও নিয়মাবলি

❑ ঈদের নামাজ (২) দুই রাকাত; আবুদাউদ হাদিসঃ ১৫৬৯

❑ ঈদের নামাযের তাকবীর এর সংখ্যার হাদিসঃ ৭+৫ =১২

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى فِي الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا .

● উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথম রাকাতে সাতবার এবং দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচবার তাকবীর বলতেন। রোজার ঈদ এবং কোরবানির দিনে (দুটি ঈদের নামাজ)

☞ বাইহাকী ৩/২৮৬); (সূনান আবুদাউদ হাদিসঃ ১১৪৯); ইবনে মাজাহ ১২৮০; (আহমাদ ৪২২,(৬/৭০)।

❑ অন্য এক বর্ণনায় আছে, ‘রুকূর দুই তকবীর ছাড়া।

☞ [সহীহ আবূ দাউদ ১১৫০, ১০১৯, সহীহ ইবনে মাজাহ, আলবানী ১০৫৮, দারাকুত্বনী, সুনান ১৭১০, বাইহাকী ৩/২৮৭।]

✪ আরেক’টি হাদিস:-

● আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবনুল ‘আস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঈদুল ফিত্বরের সালাতের তাকবীর হচ্ছে প্রথম রাকা’আতে (৭)সাতটি এবং দ্বিতীয় রাকা’আতে (৫)পাঁচটি এবং উভয় রাকা’আতেই তাকবীরের পর ক্বীরাত পরতে হবে। **[আবুদাউদ হাদিসঃ ১১৫১] ; ইবনে মাজাহঃ ১২৭৮, (আহমাদ ২/১৮০)**

✪ অতিরিক্ত তাকবীরঃ

● ওয়াইল বিন হূজুর কর্তৃক বর্ণিত হাদীস তিনি বলেন, ‘নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকবীরের সাথে তাঁর হাত দুটিকে তুলতেন। (রাফউলইয়াদাঈন করা)

☞আহমাদ, মুসনাদ ৪/৩১৬, দারেমী, সুনান ১২৩২, ইরওয়াউল গালীল, আলবানী ৬৪১নং) ইমাম আহমাদ বলেন, ‘আমি মনে করি যে, এগুলিও ঐ হাদীসের আওতায় পড়বে।’☞ [(ইরওয়াউল গালীল, আলবানী ৩/১১৪)।

ঈদের সালাত নিয়মাবলি

❑ এক নজরে ঈদের সালাত আদায়ের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি:-

১) → মনে মনে ঈদের সালাতের নিয়ত করে ‘তাকবীরে তাহরিমা’ তথা ‘আল্লাহু আকবার’ বলে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে বুকের উপর বেঁধে সালাত শুরু করা। ☟

২) → অত:পর ‘সানা’ পাঠ করে, অতিরিক্ত ৭টি তাকবীর দিবেন।→প্রতিবার ‘আল্লাহু আকবার’ বলার সময় উভয় হাত কান বা কাঁধ বরাবর উত্তোলন করে বুকে হাত বাঁধবেন। [হাত ছেড়ে দিবেন না।]☟

→ তারপর যা করবেন- ☟

৩) → ‘আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ’ পাঠ করার পর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। তারপর যে কোন একটি সূরা পাঠ করবে।✪তবে ১ম রাকাতে সূরা আলা/ক্বাফ এবং ২য় রাকাতে সূরা গাশিয়াহ/কামার পাঠ করা উত্তম। ☞প্রমান- **আবুদাউদ হাদিসঃ ১১৫৪; নাসায়ীঃ ১৫৬৬,১৫৭০, তিরমিযিঃ ৫৩৪; সহিহ ইবনে মাজাহঃ ১২৮২, [মুসলিমঃ ইঃ সেঃ ১৯৩৭]**

৪) →তারপর যথারীতি রুকু ও সেজদা দিয়ে ১ম রাকআত শেষ করে ২য় রাকাতের জন্যে→ ☟

❑ দ্বিতীয় রাকাত 👇

৫) ➔ 'আল্লাহু আকবার' বলে ২য় রাকআতে দণ্ডায়মান হওয়া। তারপর অতিরিক্ত ৫টি তাকবীর দিবেন।➔ প্রতিবার 'আল্লাহু আকবার' বলার সময় 'কাঁধ বরাবর (হাত উত্তোলন) করবেন ও হাত বুকে বাঁধবেন। [হাত ছেড়ে দিবেন না।]

৬) ➔ এরপর সূরা 'ফাতিহার' সাথে 'সূরা "কামার" বা "গাশিয়া" অথবা অন্য কোন একটি সূরা বা সূরার অংশ বিশেষ পড়বেন। 👇

৭) ➔তারপর যথারীতি রুকু, সেজদা ও তাশাহুদ সহকারে সালাত শেষ করবেন। 👇

৮) ➔এর পর ঈদের সালাতের পর যে খুতবা হয় সেটা মনোযোগ সহকারে শুনুন। না শুনলে চুপ করে উঠে চলে যেতে পারেন।

বাড়িতে কেউ সালাত পড়লে তাতে খুৎবা দেয়া যাবে না।।

❑ মুক্তাদির অনুসরনঃ-

১) মুক্তাদি সূরা ফাতিহা, দু'আ সানা ইত্যাদি মনে মনে পড়ে নিবে। যে ভাবে আমরা প্রতিনিয়ত নামাজ পড়ি।

২) ইমামের পিছনে মুসল্লিগণ শব্দ করে তাকবীর বলবে না, মনে মনে বলবে বা নিঃশব্দে।

☞ দেখুনঃ বুখারী ৯৮৭, ইবনে মাজাহ ১২৭৭

✳ অতিরিক্ত তাকবীর সমূহ বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হলে তা পুনরায় বলা বা সাহু সিজদার প্রয়োজন নেই

❑ ঈদের দ্বীনে তাকবীরের শব্দ গুলি দেখে নিই। ❑

- **রোযার দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে ঈদের নামাজ শুরু হওয়া পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করা যায়।**

☞ **প্রমানঃ ২/১৮৫; মুহাললাহ ৫/৮৯**

- **রাসূল (সাঃ) যখন ঈদে বের হতেন তখন উচ্চস্বরে তাকবীর পড়তে পড়তে যেতেন।**

☞ **প্রমানঃ সহীহ হুল জামেইস সাগীর আল্বানী ৪৯৩**

- **আর মেয়েরা মনে মনে পাঠ করবে।**

❑ তাকবীরঃ ❑

ইবনে মাসাউদ (রাঃ) তাকবীর পাঠ করে বলতেন

✍ 'আল্লাহ-হু আকবর, 'আল্লাহ-হু আকবর, লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ-হু অল্লা-হু আকবর , আল্লা-হু আকবর অলিল্লাহিল হামদ।'☞ হাদিসঃ ইবনে আবী শাইবা, মুসান্নাফ ৫৬৫০, ৫৬৫২; ইরওয়াউল গালিল ৩/১২৫

ইমাম শাফি রহঃ বলতেন-

✍ 'আল্লাহ-হু আকবর, কাবিরা, ওয়াল হামদুলিল্লাহি কাসিরা। ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতান ওয়া আসিলা। আল্লাহু আকবার। ওয়ালা না'বুদু ইল্লাল্লাহ মুখলিসিনা লাহুদ দ্বীন;

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন-

✍ 'আল্লাহ-হু আকবর কাবীরা, 'আল্লাহ-হু আকবর কাবীরা, আল্লাহু আকবার অ আজাল্ল, আল্লাহ্ আকবার অলিল্লাহিল হামদ। ☞ প্রমান- ইবনে সাইবা ৫৬৪৫, ৫৬৮৪

✳সবাইকে ঈদ মোবারক-ঈদের শুভেচ্ছা। তারিখ-০১/০৫/২০২২, ২৯শে রমাযান ১৪৪৩ হিঃ

ইসলামিক পিকচার ও অনলাইন পিডিএফ সমাহার। **Editor and scribe rasikul Islam**

আমাদের ওয়েবসাইট islamicebookandpic.co.in Open time 9Am to 9.30 Pm
জানা ও অজানা ইসলামিক প্রশ্ন উত্তর বা আর্টিকেল পেতে.....
আমাদের ওয়েবসাইট sarolpoth.blogspot.com